দ্রব্যমূল্যের পাগলা ঘোড়া

অরূপ হাসান

চাল, আটা, ডাল, শাক-সবজিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম আরেক দফা বেড়েছে। ব্যবসায়ীরা বলছেন, জ্বালানি তেলের মূল্য বেড়ে যাওয়ায় পণ্য পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এর প্রভাব পড়েছে পাইকারি এবং খুচরা বাজারে। কারওয়ান বাজার ঘুরে দেখা গেছে, পাইজাম, ঝিংগা, কাটারিভোগসহ অধিকাংশ চালের দাম প্রতি কেজিতে ২ থেকে ৩ টাকা বেড়েছে। ২২ টাকা কেজির দেশী পেঁয়াজ এখন বিক্রি হচ্ছে ২৮ টাকায়। শাকসবজির দাম বৃদ্ধি পেয়েছে ২ থেকে ৩ টাকা করে। ফার্মের মুরগি প্রতি কেজিতে ৫ টাকা বেড়ে হয়েছে ৮৫ টাকা। গরুর মাংস কেজিপ্রতি ১২০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। গত সপ্তাহে এর মূল্য ছিল ১০০ টাকা। আর খাসির মাংস কেজিপ্রতি ২০ টাকা বেড়ে হয়েছে ১৮০ টাকা। বাজারে ইলিশ মাছের সরবরাহ কম। এ অজুহাতে সাইজ ভেদে প্রতি কেজিতে দাম বেড়েছে ৫০ থেকে ১০০ টাকা। এক সপ্তাহের ব্যবধানে গুঁড়ো দুধের দাম প্রতি কেজিতে বেড়েছে ১৫ থেকে ২০ টাকা। প্রতি কেজি চিনি ৩৮ টাকা। গত সপ্তাহে বিক্রি হয়েছে ৩৩ টাকা। মুরগির ডিম হালিপ্রতি ২ টাকা বেড়েছে।

জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি এবং পবিত্র শবেবরাতকে সামনে রেখে এক সপ্তাহের মধ্যে বুটের ডালের মূল্য দুই দফা বেড়েছে। বর্তমানে প্রতি কেজি বুটের ডাল ৪৪ টাকা। এ ছাড়া অন্যান্য ডালের দাম প্রতি কেজিতে ২ থেকে ৪ টাকা করে বৃদ্ধি পেয়েছে। জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধির প্রভাব পড়েছে ভোজ্য তেলেও। সরিষা, সয়াবিন এবং পামঅয়েল কেজিপ্রতি ৪ থেকে ৬ টাকা করে বেড়েছে। মূলত দু'একটি ছাড়া অধিকাংশ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্রেতা-বিক্রেতারা আশঙ্কা করছেন, আসন্ন রমজানে দ্রব্যমূল্য আরেক দফা বাড়বে। মূলত সারা বছরই বন্যা, খরা, রমজান, হরতাল, জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধিসহ নানা অজুহাতে অতি মুনাফালোভী ব্যবসায়ীরা নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বাড়ায়। এর ফলে প্রতিবছরই জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কনজ্যুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) বছরওয়ারী গবেষণায় দেখা গেছে, ২০০০ সালে পণ্যমূল্য বেড়েছিল ১ দশমিক ৯৪ ভাগ। আর জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছিল ৬ দশমিক ৩৮ ভাগ। ২০০১ সালে চালসহ দেশে উৎপাদিত সব কৃষিপণ্যের মূল্য ছিল নিম্নমুখী। এর মধ্যে চালের দাম কমেছিল ২ দশমিক ৩৪ ভাগ। কৃষিপণ্যের মূল্য নিম্নমুখী হওয়ায় কৃষক ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। আমদানিকৃত পণ্য, সরকারি সার্ভিস এবং বাড়ি ভাড়া বৃদ্ধি পাওয়ায় জীবনযাত্রার ব্যয় যথারীতি বৃদ্ধি পায় ২০০১ সালে।

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যেসহ গ্যাস-বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি অব্যাহত ছিল ২০০২ সালে। ওই বছর আদমজী এবং খুলনা নিউজপ্রিন্টসহ একাধিক শিল্পকারখানা বন্ধের ফলে হাজার হাজার দক্ষ জনশক্তি বেকার হয়ে পড়ে। ২০০৩ সালে পণ্য মূল্যের অস্বাভাবিক ঊর্ধ্বগতির লাগাম টেনে ধরতে সরকারের বিভিন্নমুখী উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণত মানুষ চরম দুর্ভোগের শিকার হয়। এর নেপথ্যে ছিল একশ্রেণীর আসাধু ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট। ২০০৪ সালে ভয়াবহ বন্যা, রমজানে অসাধু ব্যবসায়ী সিণ্ডিকেটের দাপট এবং পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকারের ব্যর্থতার মাশুল দেয় সাধারণ মানুষ। বিশেষ করে বন্যার পর চাল-আটাসহ অনেক কৃষি পণ্যের দাম ছিল ক্রেতা-ভোক্তাদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। ওই সময় চালের দাম বেড়েছে ৪ দশমিক ৫৪ ভাগ এবং আটা-ময়দা ১২ দশমিক ২৫ ভাগ। এর ওপর ডিজেল ও কেরোসিনের দাম আমন মৌসুমে বেড়ে যাওয়ায় গত বছর কৃষিপণ্য উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এদিকে পণ্য পরিবহন, সাধারণ মানুষের যাতায়াত খরচসহ ডিজেলনির্ভর শিল্পপণ্যের উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ায় এ বছরও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হয়েছে সরকার। এর ফলে জনজীবনে দুর্ভোগ বেড়েই চলেছে।

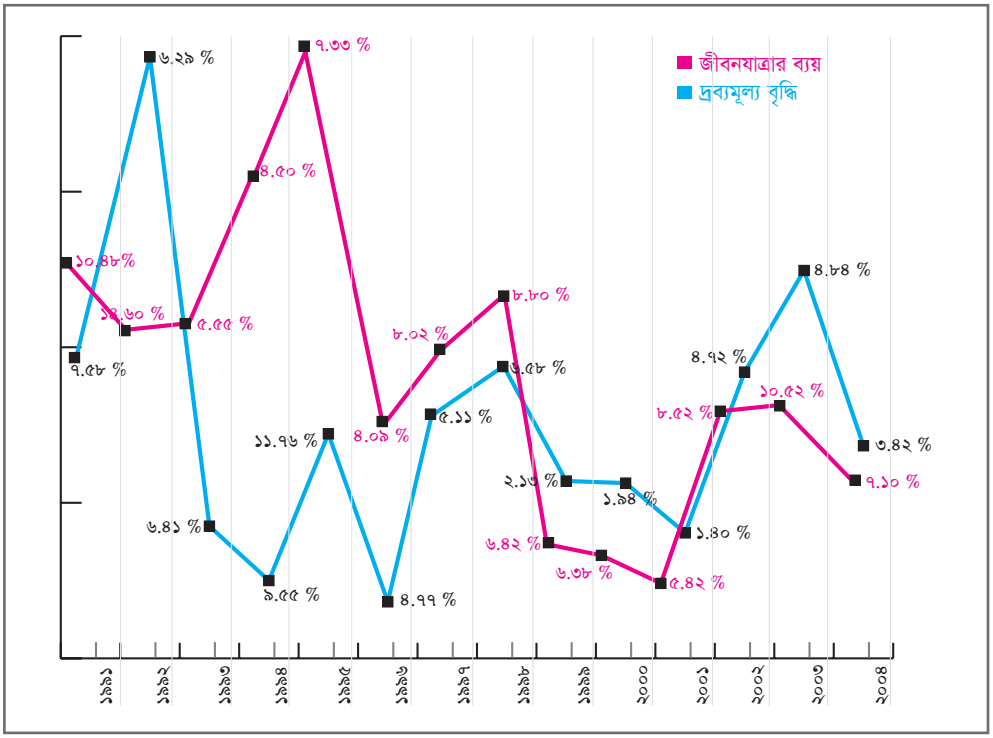

ক্যাব পরিচালিত জরিপে বিগত ১৪ বছরে জনগনের জীবনযাত্রার ব্যয় ও পণ্যমূল্য বৃদ্ধির চিত্র